2

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 20 NOV 19[illegible] ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ৬ ...

[illegible]তে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে

নোয়াখালী, ১৯শে নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, অবকাঠামোগত সমস্যা ও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে নোয়াখালী জেলার প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জেলার ৬টি থানায় ২২০৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোর কোনটি সরকারি, কোনটি বেসরকারি বিদ্যালয় হিসেবে রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ৪,৩৫,৯২৪ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এ বিদ্যালয়গুলোতে ৪৪ জন প্রধান শিক্ষক ও ৪২৯ জন সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। কোথাও কোথাও একেক স্কুলে কেবলমাত্র ৩ জন শিক্ষক ৩/৪শ' ছাত্রদেরকে পাঠদান করে থাকেন, আর ৮/১০ জন শিক্ষক ১০০/১৫০ জন ছাত্রছাত্রীর পড়ালেখার দায়িত্বে রয়েছেন। শিক্ষকগণ তাদের সমিতির মাধ্যমে দেনদরবার করে নিজ সুবিধামতো এলাকায় বদলি করিয়ে নিচ্ছেন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা সূত্রে জানা যায়, এ দপ্তর সমিতির কর্মকর্তাদের কবলে জিম্মি হয়ে পড়েছে। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, নোয়াখালী সদর থানার ৩২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার ৬শ' ৭১ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে। এ থানায় ১৩টি প্রধান শিক্ষকও ২১টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন থেকে শূন্য পড়ে আছে। চাটখিল থানায় ১০৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৮ হাজার ১শ' ৩৯ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে। এখানে ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ১৯টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বেগমগঞ্জ থানায় ২৮৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৩২ হাজার ২১১ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন রয়েছে। ১০টি প্রধান শিক্ষক ও ২৬০টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। কোম্পানিগঞ্জ থানায় ৭৭টি বিদ্যালয়ে ৩৬ হাজার ৬শ' ৪৬ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। এখানে ২টি প্রধান শিক্ষক ও ৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। সেনবাগ থানায় ১০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪২ হাজার ৭শ' ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। এখানে ৬টি প্রধান শিক্ষকের পদসহ ৩৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। হাতিয়া দ্বীপ থানায় ২০৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৫ হাজার ৫শ' ৭ জন ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করছে। এখানে ৭টি প্রধান শিক্ষক ও ২৫টি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। এটি সরকারি কাগজপত্রের হিসাব। এক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কোন কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০ থেকে ২৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ২ জন শিক্ষক রয়েছেন।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সময়মতো স্কুলে আসছেন না। এ স্কুলগুলোর পরিদর্শনের জন্য প্রতিটি থানায় কয়েকজন করে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার দায়িত্ব পালন করছেন। জানা যায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষা অফিসারগণ স্কুল পরিদর্শনে যাওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। ফলে উক্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রাখেন।